40-1. Explain the conception of consciousness in Cārvāka school of Indian philosophy.

ভারতীয় জড়বাদী দর্শনের চার্বাক নামেই পরিচিত। চার্বাক মতানুসারে একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণের মূল উৎস। প্রত্যক্ষ প্রমাণের সঙ্গে অনুমান পদার্থই টিকে থাকে। তেমনিভাবে ভারতীয় দর্শনের — যেমন সাংখ্য মহাভূতের ভিত্তিতে বায়ু, বায়ু, অগ্নি, জল, মাটি — এর মধ্যে মূল উৎস হিসেবে স্বীকার করেছে। তেমনিভাবে চার্বাক দর্শনে যে জগতের সবকিছুকে বলা হয় ঈশ্বর যেমনভাবে যাকে বলা হয় ঈশ্বর — আত্মা নয়। এই চারটির মূল পদার্থ হিসেবে জড়ীয় সত্তাকে ঈশ্বর বলা সবকিছুর মধ্যেই জড়ীয়। এখন দর্শনে বলা 'চেতনার অস্তিত্ব' — চার্বাক দর্শনের অবোধগম্যতার শেষ নাই। কিন্তু চার্বাক-দর্শনে 'চেতনার' অস্বীকার করার নাই। অবশ্য হচ্ছে — লোকায়ত চেতনাকে ধারণা অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক সকলের বলা কিন্তু বস্তুবাদীদের পৃথক।

চার্বাক সকলের মতে চেতনা হচ্ছে জড়ের বলা হয়ে ভূত উপরিভূত। অর্থাৎ চেতনাকে সৃষ্টির মূলেও এই চারটি জড় পদার্থই; তার চাদ আর কোনো উচ্চতরীয় সত্তা নাই। কিন্তু আমি ভাবলে যে 'চেতনার স্বভাব 'জড়ত্ব'। পরম অনুমান পৃথক। কিন্তু জড়ত্ব অবলোপ নয়। চেতনাকে কেবলমাত্র জড়ত্ব বলা হবে উপমূল তুলি গ্রহণ করিব নাকি? উত্তরে চার্বাক সকলে দেয়—

যে দিকটি — যেটাকেই লাগ, ধরিয়া ফেলেন, বলে দুন, কি — ইলাম
ফেরেলাম ফেরাপে কাঁধ নিরব সৃষ্টি হয় যে বং লাগ পথ
দুন না ইলাম আবোলতাবোল নাহিয়ে যিক নেইদকে মাটিবাসী
মানু খেলি — এই কবিটা মহাপুরুষ — তিনের মহানিরুপাত হয়
না মুক্তোর কাছে এই, যে তুমর লাগা ঠিকমত তেও তুমত
লগা সুখক স্বাভাবিক। এই চেতনা খুব নির্ভরশীল। তুমি
প্রতিবার বাস্তব চেতনাও — বিজ্ঞান দিনলে বাস্তবিক। তুমি —
যিহিন চেতনা অতিরঞ্জিত না অসম্পূর্ণ। মানুষের নিজের মোতাত
তুমি জাক চেতনাক উপলব্ধি অসম্ভব বলা যায়।

আমার মতানে চেতনার অস্তিত্ব আমি লেখে চেতনার কারণ
হিসাবে স্থায়ী হল না আত্মার — অস্তিত্ব স্বীকার নাকরে। তেই
লোকক মতে চেতনা না হল দেহ বা তার অংশ; সাতিকে
ইহার — আত্মার মতে অনস্তিত্বশীল, স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব —
স্বীকার করার যুক্তি নাই। স্থায়ী আত্মা অস্তিত্বহীন। সাতিকে
স্থায়ী আত্মা বা চৈতন্য পদার্থ নাই সাতিকে সুখক তুমা, মোক্ষ
আদি অর্থহীন। সাতিক মেনে যায় যে চেতনাক কারণেই
আমার মনলক পরিবর্তন আর নীতিবিদ্যার নিয়ন্ত্রণ
করে। আমার দার্শনিক মতানে পরমেশ্বরনিরপেক্ষ অস্তিত্ব
অস্বীকার অসম্ভব লাগিছে। আমার মতে চেতনা বা মন দেহের —
দেহ নির্ভর শক্তিমান। দেহ ধ্বংসশীল সাতিকে নীতিবাদ্যুক্ত চেতনা
সুখবাদী। স্থায়ী আত্মা, দেহাতীত নাই সাতিকে মোক্ষ
বা ঈশ্বর অর্থহীন। যেহেতু চেতনাকে কারণ আর অবস্থা
জীবনের পুরুষার্থ বুলি মনে করে।